হাওয়ারীনামা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

রুকু ১১

(১)অ-ইহুদিরাও যে আল্লাহর কালামের ওপর ইমান এনেছেন, সে-কথা হাওয়ারিরা এবং সমস্ত ইহুদিয়ার ইমানদার ভাইয়েরা শুনলেন। (২)এ-জন্য হযরত সাফওয়ান রা. যখন জেরুসালেমে ফিরে এলেন, তখন খতনা করানো ইমানদারেরা তাঁকে দোষ দিয়ে বললেন, (৩)"আপনি কেনো খতনা না-করানো লোকদের ঘরে গিয়েছেন এবং তাদের সংগে খাওয়া-দাওয়া করেছেন?"

(৪)তখন হযরত সাফওয়ান রা. এক-এক করে সমস্ত ঘটনা তাদের বুঝিয়ে বললেন- (৫)"আমি জাফা শহরে মোনাজাত করছিলাম। এমন সময় তন্দ্রার মতো অবস্থায় পড়ে একটি দর্শন পেলাম। (৬)আমি দেখলাম, বড়ো চাদরের মতো কি একটি জিনিস চার কোণা ধরে আসমান থেকে আমার কাছে নামিয়ে দেয়া হচ্ছে। আমি ভালো করে তাকিয়ে দেখলাম তার মধ্যে নানা রকম পশু, বুনো জানোয়ার, বুকে হাঁটা প্রাণী এবং পাখি আছে।

(৭)আমি শুনতে পেলাম একটি কণ্ঠস্বর আমাকে বলছেন, 'সাফওয়ান, উঠো; মেরে খাও।' (৮)কিন্তু আমি বললাম, "না, না, মালিক, কিছুতেই না; হারাম কোনো কিছু কখনো আমি মুখে দেইনি। ' (৯)কিন্তু আসমান থেকে সেই কণ্ঠস্বর দ্বিতীয় বার বললেন, 'আল্লাহ্ যা হালাল করেছেন, তাকে তুমি হারাম বলো না।' (১০)এরকম তিন বার হলো, তারপর সবকিছু আবার আসমানে তুলে নেয়া হলো।

(১১)এর প্রায় সংগে-সংগে আমি যে-বাড়িতে ছিলাম, সেই বাড়িতে তিন জন লোক এসে উপস্থিত হলো। কৈসরিয়া থেকে তাদের পাঠানো হয়েছিলো।

(১২)আল্লাহর রুহ আমাকে বললেন, যেনো কোনো সন্দেহ না-করে আমি তাদের সংগে যাই এবং তাদের ও আমাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য না-করি। এই ছয় ভাইও আমার সংগে গিয়েছিলেন এবং আমরা সেই লোকের বাড়িতে ঢুকলাম।

(১৩)তিনি আমাদের বললেন, কীভাবে একজন ফেরেস্তাকে তার ঘরে দেখলেন এবং তার কথা শুনলেন- 'সাফওয়ান, যাকে পিতরও বলা হয়, তাকে ডেকে আনতে তুমি জাফা শহরে লোক পাঠাও।

(১৪)সে তোমাকে একটি সংবাদ দেবে এবং এতে তুমি ও তোমার গোটা পরিবার নাজাত পাবে।’ (১৫)এবং আমি কথা বলতে শুরু করলে আল্লাহর রুহ তাদের ওপরে নেমে এলেন, ঠিক যেভাবে প্রথমে আমাদের ওপরে এসেছিলেন।

(১৬)তখন হযরত ইসা আ. যা বলেছিলেন, সে-কথা আমার মনে পড়লো- ‘ইয়াহিয়া পানিতে বায়াত দিতেন কিন্তু তোমরা আল্লাহর রুহে বায়াত পাবে।’ (১৭)যদি আল্লাহ্ তাদের একই দান দেন, যে-দান হযরত ইসা মসিহের ওপর ইমান আনার পর আমাদের দেয়া হয়েছিলো, তাহলে আমি কে যে, আল্লাহকে বাধা দিতে পারি?” (১৮)এ-কথা শুনে তাঁরা শান্ত হলেন এবং আল্লাহর প্রশংসা করে বললেন, “তাহলে আল্লাহ্ অ-ইহুদিদেরও তওবা করার সুযোগ দিলেন, যা তাদেরকে নাজাতে নিয়ে যাবে।”

(১৯)হযরত স্তিফান র.-কে কেন্দ্র করে ইমানদারদের ওপর জুলুমের কারণে যারা বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছিলেন, তাঁরা ফিনিসিয়া, সাইপ্রাস ও আন্তিয়খিয়া পর্যন্ত গিয়ে কেবল ইহুদিদের কাছেই আল্লাহর কালাম প্রচার করেছিলেন। (২০)কিন্তু তাঁদের মধ্যে সাইপ্রাস ও সাইরিনির কয়েকজন আন্তিয়খিয়াতে গিয়ে গ্রীকদের কাছে হযরত ইসা মসিহের বিষয়ে প্রচার করতে লাগলেন। (২১)আল্লাহর রহমতের হাত তাঁদের ওপর ছিলো, এবং অনেক লোক হযরত ইসা মসিহের ওপর ইমান এনে তাঁর দিকে ফিরলো।

(২২)এই খবর জেরুসালেমের কওমের লোকদের কানে গেলে তাঁরা হযরত বার্নবাস র.-কে আন্তিয়খিয়াতে পাঠিয়ে দিলেন। ২৩তিনি সেখানে গিয়ে লোকদের প্রতি আল্লাহর রহমত দেখে আনন্দিত হলেন এবং আল্লাহর শুকরিয়া জানালেন। (২৪)হযরত ইসা আ. এর প্রতি বিশ্বস্ত থাকতে ও ইবাদতে মনোযোগী হতে তিনি তাদের উৎসাহ দিলেন। কারণ তিনি একজন ভালো লোক ছিলেন এবং ইমানে ও আল্লাহর রুহে পূর্ণ ছিলেন। অনেক মানুষকেই তিনি হযরত ইসা আ. এর কাছে নিয়ে এসেছিলেন।

(২৫,২৬)এরপর হযরত বার্নবাস র. হযরত শৌল রা.-র খোঁজে তার্সো শহরে গেলেন। আর তাঁকে খুঁজে পেয়ে আন্তিয়খিয়াতে নিয়ে এলেন। তাঁরা প্রায় এক বছর পর্যন্ত কওমের সংগে মিলিত হয়ে অনেক লোককে শিক্ষা দিলেন। এবং এই আন্তিয়খিয়াতেই প্রথম সেখানকার অনুসারীদের তাদের ভাষায় খ্রীষ্টিয়ানুস্ নামে ডাকা হয়।

(২৭,২৮)সেই সময় জেরুসালেম থেকে বিশেষ কয়েকজন ইমানদার ব্যক্তি আন্তিয়খিয়াতে এলেন। তাদের মধ্যে আগাব নামে একজন উঠে দাঁড়িয়ে রুহের পরিচালনায় বললেন যে, সারা দুনিয়ায় ভীষণ এক দুর্ভিক্ষ হবে।

এবং ক্লডিয়াসের রাজত্বের সময়ে সে-কথা পূর্ণ হয়েছিলো। (২৯)তখন কওমের লোকের ঠিক করলেন যে, তারা প্রত্যেকে নিজ-নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী ইহুদিয়ার ইমানদার ভাইদের জন্য সাহায্য পাঠাবেন। (৩০)তারা হযরত বার্নবাস র. ও হযরত শৌল রা.-র হাত দিয়ে জেরুসালেমে বুজুর্গদের কাছে তা পাঠিয়ে ছিলেন।